শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ✓

১৭। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস কি একজনই ?

— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কারের পূর্বে পদাবলী চণ্ডীদাসের অপূর্ব বৈষ্ণব পদের মধ্যেই আমাদের পরিচয় ছিল, তবে সেখানেও দ্বিজ চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস ইত্যাদি বিভিন্ন ভণিতায় বৈষ্ণব পদাবলীর পদ পাওয়া গেছে। ফলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা অনেকেই বলেন। অবশ্য অনেক পণ্ডিত চণ্ডীদাস আসলে একজনই বলে মতপ্রকাশ করেছেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কারের পর নতুন আর এক ভণিতা আবিষ্কৃত হল, তিনি হলেন বড়ু চণ্ডীদাস। তবে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত হবার পরে, একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্বের প্রসঙ্গটি পুনর্বার আলোচিত হতে থাকে। অন্তত পদাবলীর চণ্ডীদাস এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস — অন্তত এই দুজন চণ্ডীদাস যে দুই পৃথক ব্যক্তি (কবি), তার সপক্ষে আলোচকেরা বলেন, এই দুই চণ্ডীদাসের রচনার ভাববস্তুর মধ্যেই দুই পৃথক ব্যক্তিত্বের প্রমাণ আছে। পদাবলীর চণ্ডীদাসের রচনায় যে কামগন্ধহীন পবিত্র প্রেমের ভাব, তা বড়ু চণ্ডীদাসের রচনায় অনুপস্থিত। সেখানে গ্রাম্য অশ্লীলতা ও আদিরসের প্রাধান্য। পদাবলীর সূত্রে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের যে অপ্রাকৃত প্রেম-আখ্যান রচনা করেন চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাসের রচনায় সেখানে প্রাকৃত প্রেমের দেহগন্ধ নিয়ে আবির্ভূত হন। ফলে বড়ু চণ্ডীদাস এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস দুই পৃথক ব্যক্তি বলেই তাঁরা মনে করেন।

তবে অনেকে বলেন, পদাবলীর চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাস আসলে একই ব্যক্তি। বড়ু চণ্ডীদাস প্রথম জীবনে প্রাকৃত দেহসর্বস্ব প্রেমবর্ণনায় বিলাসী ছিলেন, তিনিই, পরিণত জীবনে অপ্রাকৃত কামহীন প্রেমের বর্ণনায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তবে এই বিতর্ক এখনও অমীমাংসিত।